ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

MAR. 18 2002

মহিলা মাদ্রাসায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এখনো রহস্যময়, গ্রেপ্তার ৪

কাগজ প্রতিবেদক : রাজধানীর ডেমরায় মহিলা মাদ্রাসায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনাটি নাশকতার অভিযোগ এনে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ ৪ জনকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এদিকে জীবন্ত দগ্ধ ৭ জনের মধ্যে ২ জনের পরিচয় সম্পর্কে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছে। এই ৭ জনের লাশ গতকাল রোববার জুরাইন কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

গত শুক্রবার দিবাগত রাতে ডেমরার জামিয়া ইসলামিয়া আশরাফুল উলুম (মহিলা) মাদ্রাসা ও এতিমখানা অগ্নিকাণ্ডে পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়। মারা যায় ৭ জন। অগ্নিকাণ্ডে মাদ্রাসার সবকিছুই ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ায় মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সুনির্দিষ্টভাবে কোনো কিছুর হিসাব দিতে পারছে না, ফলে তাদের আন্দাজের ওপর চলতে হচ্ছে। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই পুলিশ ঘটনাটি নাশকতা বলে সে অনুযায়ী তদন্ত করছে। ইতিমধ্যে পুলিশ যে ২২ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল তাদের মধ্যে ৪ জনকে এই ঘটনায় জড়িত দেখিয়ে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এই ৪ জন হচ্ছে, শনি দত্ত, মোকতার হোসেন, আবু বক্কর সিদ্দিক এবং মনিরুল ইসলাম। ডেমরা থানা পুলিশের একটি সূত্র জানায়, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি নিয়ে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। দমকল বাহিনী প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার দিনই বলেছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণে

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

আগুনে ভস্মীভূত কাজলার জামিয়া ইসলামিয়া আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা —ভোরের কাগজ

মহিলা মাদ্রাসায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা

● প্রথম পাতার পর

এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। কেউ কেউ বলছে কয়েল থেকে আগুনের সূত্রপাত। পাশাপাশি মাদ্রাসা কমিটি বলেছে, নাশকতামূলক। তবে পুলিশ নাশকতার ভিত্তিতে তদন্ত করতে গিয়ে জানতে পেরেছে মাদ্রাসার জায়গা নিয়ে স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলছিল। তাছাড়া স্থানীয় শাহাবুদ্দীন নামে এক ব্যক্তি ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে মাদ্রাসা কমিটিতে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। তাকে কমিটিতে না ঢোকানোর কারণে মাদ্রাসার অধ্যক্ষের মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে বিরোধ বাধে। সূত্র জানায়, জায়গা নিয়ে দ্বন্দ্ব বা কমিটিতে ঢোকা না ঢোকা নিয়ে মাদ্রাসায় আগুন লাগানো হয়েছে কিনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে পুলিশের এক কর্মকর্তা বলেন, ঐসব বিষয়ে তদন্ত ছাড়াও গত শনিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে চলে আসার পর স্থানীয় কিছু যুবকের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়। এই তালিকা অনুযায়ী সন্ধ্যার দিকে অভিযান চালিয়ে ২২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের অধিকাংশই ছাত্রলীগ-যুবলীগের সঙ্গে জড়িত।

গতকালও ঘটনাস্থলে পুলিশ প্রহরা দেখা গেছে। নতুন করে কোনো মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। চিকিৎসাধীন আহতও কেউ মারা যায়নি। ভস্মীভূত মাদ্রাসা দেখতে গতকালও শত শত লোক আসে। দূর-দূরান্ত থেকে আসা মাদ্রাসার ছাত্রীদের আত্মীয়স্বজনকে খোঁজ-খবর নিতে দেখা গেছে। মাদ্রাসার একজন শিক্ষক বলেন, তাদের কাছে এখন কোনো ডকুমেন্ট নেই। সবকিছুই ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ফলে তারা ছাত্রীদের পরিচয়ের ব্যাপারে বেশ বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছেন। ঐ শিক্ষক আরো বলেন, যে ৭ জনের দগ্ধ দেহ উদ্ধার করা হয়েছে তাদের মধ্যে ২ জনের পরিচয় সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া গেছে। এদের একজন হচ্ছে আফরোজা (৩০)। সে বোবা। ছাত্রীদের জন্য ভাত রান্না করতো। অন্যজন ছাত্রী রাবেয়া (১৪)।

এদিকে গতকাল বিকালে ৭ জনের মৃতদেহ জুরাইন কবরস্থানে দাফন করা হয়। তার আগে স্থানীয় মসজিদে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা ও দাফন অনুষ্ঠানে শিক্ষকসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।